নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রীনিবাস, নড়াইল

ভর্তির আবেদন পত্র

শিক্ষা বর্ষ :

সদ্য তোলা ০২ কপি
পাসর্পোট সাইজের ছবি

ফরম নম্বর : .....

শ্রেণি : .....
শ্রেণি রোল : .....
শিক্ষা বর্ষ : .....
কক্ষ নম্বর : .....
সিট নম্বর : .....

১।	ছাত্রীর পূর্ণ নাম :	
	ডাক নাম (যদি থাকে) :	বিবাহিত/ অবিবাহিত : .....
২।	পিতার নাম :	মোবাইল : .....
৩।	মাতার নাম :	মোবাইল : .....
৪।	**ঠিকানা :**	
	স্থায়ী ঠিকানা :	**বর্তমান ঠিকানা :**
	গ্রাম :	গ্রাম : .....
	ডাকঘর :	ডাকঘর : .....
	উপজেলা : ..... জেলা :	উপজেলা : ..... জেলা : .....
৫।	অভিভাবকের নাম (পিতার অবর্তমানে) :	
	মোবাইল : ..... বয়স : ..... পেশা : ..... সম্পর্ক :	
	ঠিকানা :	
৬।	পিতা/অভিভাবকের মাসিক আয় : ..... (কথায়) :	
৭।	স্থানীয় অভিভাবকের নাম (নড়াইল পৌর এলাকার বাসিন্দা হতে হবে/তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে):	
	নাম :	মোবাইল : .....
	পেশা : ..... সম্পর্ক :	ঠিকানা : .....
	.....	
৮।	ধর্ম : ..... ৯।	জাতীয়তা : .....
১০।	মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষা পাশের বিবরণ :	
	(ক) মাধ্যমিক/দালিল/অন্যান্য	
	(খ) প্রতিষ্ঠানের নাম : ..... (গ) রোল নম্বর :	
	(ঘ) প্রাপ্ত জিপিএ : ..... (ঙ) বোর্ড : ..... (চ) পাশের সন :	

১১। ভাই বোনের বিবরণ :

ক্রমিক	নাম	বয়স	পেশা	সম্পর্ক	স্বক্ষর

১২। ভিজিটর গণের বিবরণ : (প্রত্যেকের দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো জমা দিতে হবে।)

ক্রমিক	নাম	বয়স	পেশা	সম্পর্ক	স্বক্ষর

অঙ্গীকার নামা

আমি /আমার কন্যা/পোষ্য ছাত্রী নিবাসের নিয়মাবলি (সংযুক্ত) সতর্কতার সাথে পাঠ করে অঙ্গীকার করছি যে আমি/আমার কন্যা/পোষ্য উল্লিখিত নিয়মাবলি যথাযথভাবে মেনে চলব/চলবে। এতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষের যে কোন আইনানুগ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ : .....

স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ : .....

ছাত্রীর স্বাক্ষর
তারিখ : .....

ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হলো
তত্ত্বাবধায়ক

কক্ষ নম্বর : ..... তে ..... নম্বর
সিট বরাদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো।

অধ্যক্ষ
নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল

নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল।

-ঃ ছাত্রীনিবাসের নিয়মাবলী ঃ-

০১। কেবলমাত্র সুস্থ নিরোগ ও অবিবাহিতা ছাত্রীরাই ছাত্রীনিবাসের সীটের জন্য আবেদন করার যোগ্য।

০২। ছাত্রীনিবাসে অবস্থানকালীন সময়ে কোন ছাত্রীর বিবাহ হলে অথবা বিবাহের ব্যাপার গোপন করে কোন ছাত্রী সীট বরাদ্দ পেলে ঘটনাটি প্রকাশ পাওয়ায় সাথে সাথে তার সীট বাতিল হয়ে যাবে।

০৩। ছাত্রীনিবাসে ভর্তি হওয়ার পর কোন ছাত্রীর দীর্ঘকালীন অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে তাকে অসুস্থতার সময় ছাত্রীনিবাস ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় সে ছাত্রীনিবাসে ফিরে আসতে পারবে।

০৪। ছাত্রীনিবাসে ভর্তি হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেক ছাত্রীর কক্ষ নির্দিষ্ট করে দেবেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি যে কোন ছাত্রীর কক্ষ পরিবর্তন করতে পারবেন। কিন্তু কোন ছাত্রী নিজ উদ্যোগে সীট পরিবর্তন করতে পারবে না।

০৫। প্রত্যেক ছাত্রীকে নিজের ব্যবহারের জন্য খাট, চেয়ার, টেবিল ও বিছানাপত্র সংগে আনতে হবে। কক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কক্ষের আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিক, ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী আবসিক ছাত্রীবৃন্দের

০৬। আবাসিক ছাত্রীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিজ নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে এবং কোন মূল্যবান গহনা বা আসবাবপত্র ছাত্রীনিবাসে আনা যাবে না।

০৭। তত্ত্বাধায়কের পরামর্শক্রমে মেস ম্যানেজারগণ ছাত্রীনিবাসের মেস পরিচালনা করবে। প্রত্যেক ছাত্রীকে অবশ্যই মেসের খাবার খেতে হবে। কক্ষে কোন প্রকার রান্না করা যাবে না।

০৮। কোন ছাত্রী ছাত্রীনিবাসের বাসন-কোসন, আসবাবপত্র বা অন্যকোন জিনিসের ক্ষতিসাধন করলে তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

০৯। স্থানীয় অভিভাবক এবং ভিজিটরগণ আবেদনকারী ছাত্রীর ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়া বাঞ্চনীয়। স্থানীয় অভিভাবককে অবশ্যই বিবাহিত এবং সপরিবারে নড়াইল শহরে বসবাসকারী হতে হবে। যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে স্থানীয় অভিভাবক সংশ্লিষ্ট ছাত্রীকে নিজ দায়িত্বে ছাত্রীনিবাস থেকে নিয়ে যেতে বাধ্য থাকে।

১০। বাবা-মা, স্থানীয় অভিভাবক রবিবার ও বুধবার শীতকালে বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৫.০০ টা এবং গ্রীষ্মকালে বিকাল ৪.০০ টা থেকে ৬.০০ টা পর্যন্ত ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। সাক্ষাতের সময়কাল সর্ব্বোচ্চ সময়কাল ১(এক) ঘন্টা। নির্ধারিত দিন ও সময় ব্যতিত উক্ত সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। তাবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আইনানুগ অভিভাবক সপ্তাহের অন্যান্য দিন অফিস চলাকালীন সময়ে অধ্যক্ষ/তত্ত্বাবধায়কের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ঠ ছাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

১১। ছাত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় অনুমোদিত সাক্ষাৎ প্রার্থীকে অবশ্যই গেটে কর্তব্যরত দারোয়ানকে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

১২। সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ (পুরুষ বা মহিলা যে-ই হোন না কেন) ছাত্রীনিবাসের কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।

১৩। তত্ত্বাবধায়কের বিনা অনুমতিতে কোন ছাত্রী ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারবে না । অনুমতি নিয়ে বাইরে যাবার সময় প্রত্যেক ছাত্রীকে গেটে কর্তব্যরত কর্মচারীর নিকট রক্ষিত রেজিষ্টারে স্বাক্ষরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং কর্তব্যরত কর্মচারীর নিকট অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে। সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে কোন ছাত্রী ছাত্রীনিবাসের বাইরে যেতে/থাকতে পারবে না।

১৪। ছাত্রীনিবাসের কোন ছাত্রী ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মোবাইল, টেলিভিশন, ক্যাসেট, রেডিও, হিটার, কুকার ব্যবহার করতে পারবে না।

১৫। আবাসিক ছাত্রীদের নিকট লিখিত চিঠি খুলে পড়া হবে এবং অবাঞ্জিত চিঠি ছাত্রীদের দেয়া হবে না।

১৬। বাড়ী যাবার আবেদনপত্র অন্তত একদিন পূর্বে তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দিতে হবে।

১৭। প্রত্যেকদিন মাগরিবের নামাজের পর হাজিরার সময় প্রত্যেক ছাত্রীকে হাজির কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে। রাত ১২ টায় প্রত্যেক কক্ষের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে হবে এবং ভোর পাঁচটার পূর্বে আলো জ্বালানো যাবে না।

১৮। তত্ত্বাবধায়কের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন ছাত্রী তার কোন আত্মীয়-স্বজন বা ব্যক্তিগত অতিথি ছাত্রীনিবাসে আনতে পারবে না

১৯। কোন ছাত্রী বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলে বা অকৃতকার্য হলে বা বহিস্কৃত হলে অথবা কলেজ অভ্যন্তরীন পরীক্ষাগুলিতে পর পর দুইবার অকৃতকার্য হলে বা অনুপস্থিত থাকলে তার সীট বাতিল করা হবে।

২০। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কলেজ চলাকালীন সময়ে কোন ছাত্রী ছাত্রীনিবাসে একাধিকক্রমে ১০(দশ) দিন অনুপস্থিত থাকলে তার সীট কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করতে পারবেন।

২১। প্রতি রধিবার/বুধবার গ্রীষ্মকালে বিকাল ৫.০০ টা থেকে ৬.০০ টা এবং শীতকালে বিকাল ৪.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত বাজারে কেনাকাটার জন্য যেতে পারবে।

২২। আবাসিক ছাত্রীদের প্রতি ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২৩। কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে আবাসিক ছাত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২৪। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ছাত্রীনিবাসে কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না।

২৫। কোন অভিভাবক/ব্যক্তি কলেজের ফোনের মাধ্যমে ছাত্রীর সাথে আলাপ করতে পারবে না। তবে জরুরী সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানালে তা ছাত্রীকে অবহিত করা হবে।

২৬। ছাত্রীনিবাসের ভিতর থেকে রাস্তার কোন লোকের সাথে সরাসরি বা ইশারায় কোন কথা বললে/কথাবলার চেষ্টা করা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৭। জরুরী অবস্থায় ছাত্রীদিগকে ২৪ ঘন্টার নোটিশে ছাত্রীনিবাস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

২৮। উল্লিখিত নিয়মাবলী যে সকল ছাত্রী এবং ছাত্রীর অভিভাবক মান্য করে চলতে পারবেন কেবল মাত্র তারাই ছাত্রীনিবাসের সীটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নিয়ম লঙ্ঘনকারী ছাত্রীদের জরিমানা ও আসন বাতিলসহ যে কোন প্রকার শাস্তিমূলক শাস্তি প্রদান করা যাবে।

তারিখ :

অধ্যক্ষ
নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল

হোস্টেলে আমাকে/আমার কন্যাকে কোন সীট বরাদ্দ করা হলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তবলী মেনে চলবো/চলবে।

ছাত্রীর স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর